সংবাদ

তারিখ 21 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের জরিপ ও দুর্নীতি

বাংলাদেশের দুর্নীতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা-গবেষণার কোন শেষ নেই। আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদনে একাধিকবার বাংলাদেশকে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিপ্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সেই রিপোর্ট নিয়ে অনেক হইচই হয়েছে। তাতে অবশ্য দুর্নীতির ব্যাপ্তি কমেনি। দুর্নীতির বিস্তার রোধে কোনরকম কার্যকর ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি। দুর্নীতির পাগলা ঘোড়া লাগামহীন গতিতেই এগিয়ে চলছে।

বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত খাত কোন্‌টি? ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)-এর সর্বশেষ জরিপমতে, বাংলাদেশে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হলো পুলিশ বিভাগ এবং নিম্ন আদালত। এ দুই খাতের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বছরে জনগণের কাছ থেকে প্রায় ৩ হাজার ২শ' ১ কোটি টাকা ঘুস আদায় করে। এর মধ্যে পুলিশ বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা ২ হাজার ৬৬ কোটি টাকা এবং নিম্ন আদালতের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা ১ হাজার ১শ' ৩৫ কোটি টাকা দুর্নীতির মাধ্যমে আদায় করেছে।

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও নেপাল– এই পাঁচটি দেশের সাতটি খাতের ওপর পরিচালিত 'দক্ষিণ এশিয়ায় দুর্নীতি' শীর্ষক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এ সাতটি খাতের সঙ্গে কৃষি ব্যাংককে যুক্ত করায় বাংলাদেশে এ জরিপটি হয় আটটি খাতের ওপর। যেসব খাতের ওপর জরিপ পরিচালিত হয় তার মধ্যে রয়েছে পুলিশ, নিম্ন আদালত, ভূমি প্রশাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ এবং কর বিভাগ।

জরিপমতে, সরকারের বিভিন্ন খাত থেকে যারা সেবা নেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষ দুর্নীতির শিকার হন পুলিশ বিভাগ থেকে। এ খাতে সেবা গ্রহণকারী ৮৩ দশমিক ৬১ শতাংশ মানুষ দুর্নীতির শিকার হন। এছাড়া নিম্ন আদালতে ৭৫ দশমিক ৩২ শতাংশ, ভূমি প্রশাসনে ৭২ দশমিক ৭৮, স্বাস্থ্যে ৫৫ দশমিক ৫৩, শিক্ষায় ৩৯ দশমিক ৭৩, বিদ্যুতে ৩২ এবং কর বিভাগে ১৯ দশমিক ২৫ শতাংশ মানুষ দুর্নীতির শিকার হন। জরিপ রিপোর্টে দেখা যায়, প্রায় সব ক্ষেত্রেই সেবা প্রদানকারী সরাসরি অথবা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে ঘুস দাবি করে। খুব কম ক্ষেত্রেই সেবা গ্রহণকারী নিজে সরাসরি ঘুস দেয়ার প্রস্তাব দেন।

পুলিশ প্রশাসনের দুর্নীতির চিত্রে দেখা গেছে, মিথ্যা মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পুলিশের সহযোগিতা নিতে গিয়ে ৯৫ দশমিক ৬৫ শতাংশ মানুষ দুর্নীতির শিকার হন। আর পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নিতে গিয়ে ৯০ দশমিক ৯১ শতাংশ, অভিযোগ দাখিল করতে ৮৭ দশমিক ৬২ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হন। পুলিশ প্রশাসন থেকে সাহায্য নিতে গিয়ে যারা দুর্নীতির শিকার হয়েছেন তাদের গড়ে ৯ হাজার ৬শ' ৭৫ টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে।

আর সেবা গ্রহণকারীদের ৬৬ শতাংশ নিম্ন আদালতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, ১৩ শতাংশ পিপি, ১০ শতাংশ বিপক্ষ উকিল এবং ৮ দশমিক ৬২ শতাংশ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। নিম্ন আদালতে সাহায্য নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হওয়া মানুষের গড়ে ৭ হাজার ৮শ' টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে।

এমনিভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিটি খাতকে টিআইবির রিপোর্টে তথ্য পরিসংখ্যানসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের দুর্নীতির ভয়াবহতা প্রমাণের জন্য অবশ্য কোন গবেষণা রিপোর্টের প্রয়োজন হয় না। সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপেই দুর্নীতির অস্তিত্ব হাড়ে হাড়ে টের পান। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, দুর্নীতি নিয়ে যতটা মুখরোচক আলোচনা হয়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সংশ্লিষ্টদের বাধ্য করা কিংবা দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার কাজটি উপেক্ষিতই থেকে যায়। ফলে দুর্নীতি দিন দিন বাড়তেই থাকে। দুর্নীতি রোধে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন প্রশাসনিক পদক্ষেপ। এক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কোন উদ্যোগ নয়, প্রয়োজন আমূল প্রশাসনিক সংস্কার। দুর্নীতির ভূত যেন কোথাও বাসা বাঁধতে না পারে– এজন্য জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচি প্রয়োজন। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের দেশ একেবারেই তলানিতে পড়ে আছে।

সততা এবং জবাবদিহিতা আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। কোথাও কোন জবাবদিহিতার বালাই নেই। দুর্নীতি দিয়েই দুর্নীতির অভিযোগ ঢেকে রাখা হয়। দুর্নীতি থেকে মুক্তি পেতে স্বাধীন ও কার্যকর দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন, ন্যায়পাল নিয়োগ, প্রশাসনিক সংস্কার, নীতিনির্ধারকদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সর্বোপরি দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব কেতাবি বুলি হয়েই থাকছে। এ অবস্থায় ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির চাপে পিষ্ট হয়ে আর্তনাদ করা ছাড়া সম্ভবত আমাদের সামনে আপাতত অন্য কোন বিকল্প নেই; ট্রান্সপারেন্সিওয়ালারা যাই বলুক না কেন।

সম্পা দ